গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
বাংলাদেশ রেলওয়ে
রেলভবন, ঢাকা।

নং-রেল/পিআর/প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১৬-

তারিখ ঃ ২১ এপ্রিল, ২০২০।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয় ঃ বর্তমান আপদকালীন সময়ে কোভিড-১৯ এ বৈশ্বিক মহামারী চলাকালীন সময়ে বিশেষ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশন প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে অবহিতকরন।

উল্লিখিত বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ থেকে সরকারের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষসহ জনসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, কোভিড-১৯ এ বৈশ্বিক মহামারী বাংলাদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় সরকার জনস্বার্থের কথা বিবেচনা করে সময়ে সময়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও জনগনের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছেন। সরকার ইতোমধ্যে শর্তসাপেক্ষে পূর্ণাঙ্গভাবে গণপরিবহন চলাচল বন্ধ ঘোষনা করেন। উপরোক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে মালবাহী ট্রেন চলাচল ব্যতিরেকে গত ২৪/০৩/২০২০ তারিখের অপরাহ্ন হতে বাংলাদেশের সকল রুটে যাত্রীবাহী সকল ট্রেন চলাচল বন্ধ ঘোষনা করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ২৪/০৩/২০২০ তারিখ হতে জরুরী খাদ্য, জ্বালানী ও কন্টেইনারসহ মালবাহী ট্রেনসমূহ পরিচালনা অব্যাহত রাখে এবং গত ১৯/০৪/২০২০ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩০০টির অধিক মালবাহী ট্রেন পরিচালনা করে। উপরোক্ত ট্রেনসমূহ পরিচালনা করার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সরকার ঘোষিত বন্ধের মধ্যেও বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখতে হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের একটি সেবামূলক পরিবহন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী রেলওয়ের সমস্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে। বর্তমানে জরুরী অবস্থার সময়েও রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অন্যান্য সরকারী সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সকল প্রকার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রেখেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যদিও ইতোমধ্যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল প্রকার সরকারী ও অন্যান্য সংস্থার কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ের দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কর্মকর্তাদের বেতন চেকের মাধ্যমে এবং অন্যান্য সকল কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশন নগদ টাকায় পরিশোধ করা হয়। যদিও অর্থ মন্ত্রনালয়ের চলমান একটি প্রকল্পের মাধ্যমে অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের ন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশনের অর্থ অতি শীঘ্রই ব্যাংক একাউন্ট কিংবা অন-লাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করা সম্ভব হবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় বাংলাদেশ রেলওয়ের দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশনের টাকা নগদে প্রদান করে থাকে। বর্তমান বিশেষ পরিস্থিতির কারণে দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও পেনশনের অর্থ বিভিন্ন স্টেশন এলাকায় অবস্থিত কর্মচারীগণ যাতে সহজেই পেতে পারে সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাকশী ও লালমনিরহাট বিভাগের অধীন বিভিন্ন রুটে ১টি ইঞ্জিন, ১টি গার্ড ব্রেক এবং একটি পাওয়ারকার সহকারে গঠিত একটি বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তাদের বেতন, ভাতা ও পেনশনের টাকা পৌছে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উল্লিখিত বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে কেবলমাত্র রেলওয়ের হিসাব বিভাগের কর্মচারী ও রেলওয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনীর সমন্বয়ে এবং জিআরপি পুলিশের সহায়তায় নগদ অর্থ পরিবহনের মাধ্যমে গত ০৯/০৪/২০২০ তারিখে লালমনিরহাট থেকে দিনাজপুর, ১০/০৪/২০২০ তারিখে লালমনিরহাট থেকে বগুড়া, ১১/০৪/২০২০ তারিখে ঈশ্বরদী থেকে জয়দেবপুর, ১১/০৪/২০২০ তারিখে ঈশ্বরদী থেকে গোয়ালন্দঘাট, ১২/০৪/২০২০ তারিখে ঈশ্বরদী থেকে খুলনা, ১৩/০৪/২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম থেকে চাঁদপুর, ১৪/০৪/২০২০ তারিখে ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জ বাজার, ১৫/০৪/২০২০ তারিখে ময়মনসিংহ থেকে ভৈরব, ১৭/০৪/২০২০ তারিখে ঢাকা থেকে শায়েস্তাগঞ্জ, ১৮/০৪/২০২০ তারিখে ঢাকা থেকে সিলেট এবং ২১/০৪/২০২০ তারিখে ঢাকা থেকে

ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিশেষ ট্রেন সমূহ পরিচালনার মাধ্যমে রেলওয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে দেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বেতন, ভাতা ও পেনশন প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মাত্র ১টি ইঞ্জিন, ১টি গার্ড ব্রেক এবং একটি পাওয়ারকার কোচ নিয়ে গঠিত জরুরী কাজে ব্যবহারের জন্য ট্রেন চলাচলের বিষয়টিকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এমনকি টেলিভিশন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিশেষ করে জেলা প্রশাসন, সিলেট বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে সঠিক তথ্য গ্রহণ ব্যতিরেকে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও টেলিভিশনে প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে বিরুদ্ধে যে ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যা বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় পূর্ণাঙ্গ ট্রেনের ফাইল ছবি দেখিয়ে যাত্রী পরিবহনের খবর পরিবেশিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৪/০৩/২০২০ তারিখের পর হতে এখন পর্যন্ত কোন যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনা করেনি কিংবা করার প্রশ্নই আসে না। যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনা সংক্রান্ত সকল খবরাখবর উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও বিভ্রান্তিকর। এ দূর্যোগকালীন সময়ে এ ধরনের অপপ্রচার কাম্য নয়। তথ্য যাচাই না করে এ ধরনের সংবাদ প্রচার হতে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হলো।

.....

প্রেস বিজ্ঞপ্তিটি জনস্বার্থে আপনাদের ইকেট্রনিক মিডিয়াতে ফুট নোটে (ক্রলে) প্রচারের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

১১/০৪/২০২০
(মোহাম্মদ সফিকুর রহমান)
পরিচালক (জনসংযোগ)

প্রাপক ঃ

বার্তা সম্পাদক (সকল)